হারাম রিযিক

যা আপনার ইবাদত নষ্ট করে দেয়

মুহাম্মদ জহুরুল হক জায়েদ

হারাম রিয্‌ক

মুহাম্মদ জহুরুল হক (জায়েদ)
ডি, এইচ, এম, এম, (ফার্ষ্ট ক্লাস)

পরিবেশনায় ঃ
হক্ব পাবলিকেশন্স
৫৯, সিক্কাটুলী লেন, নাজির বাজার
ঢাকা-১১০০।

বিনিময় ঃ ১৬.০০ (ষোল টাকা মাত্র)

আমার কথা :

بسم الله والصلوة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه ومن والي اما بعد:

বহু বছর ধরে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, অর্থনীতি বিষয়ক একটি বই রচনায় হাত দিবো যাতে সঠিক ইসলামী বাণিজ্য নীতি বিষয়ক আলোচনা থাকবে। সে বিষয়ে বহু বই বাছাই করতে যেয়ে সৌদী আরবের সর্বোচ্চ ফতোওয়া পরিষদের সম্মানীত সদস্য ডঃ সালেহ্ বিন ফাওযান বিন আবদুল্লাহ্ আল ফাওযান-এর সংক্ষিপ্ত কিন্তু আলোচনার দিক দিয়ে বিস্তৃত একখানা ছোট্ট গ্রন্থ আমার হাতে আসে। আমার পরিকল্পনা খানিকটা পরিবর্তন করে নতুন আকারে না লিখে বরং সে বিষয়ে বইটির অনুবাদ করাটাই যথার্থ বলে মনে করলাম এবং মহান আল্ল্যহর তাওফীক কামনা করে অনুবাদ করা শুরু করলাম। অনুবাদ সমাপণান্তে শ্রদ্ধেয় মামা আধুনিক কথা সাহিত্যিক জনাব ইসহাক খাঁন এবং সর্বশেষ মাসিক দারুস সালাম ও দৈনিক আজকের সত্যের আলোর প্রুফ রিডার জনাব মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান -এর নিকট পেশ করি যাতে বইটির মূল বিষয়বস্তু বাংলা ভাষা–ভাষীদের নিকট সঠিকভাবে পেশ করতে পারি। উভয়ে শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও বইটির প্রুফ সংশোধনে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছেন। আল্ল্যহ্ উভয়কে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

বইটি যদিও আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু যদি বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করা যায় তবে তার গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর ইবাদত করবে তখন তাকে যেমন ইসলামী দিক নির্দেশনা বা শরীয়তের নিয়মানুযায়ী ইবাদত করতে হবে তেমনি তার ইবাদত আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবার জন্য আল্লাহর দেয়া শর্তও পূরণ করতে হবে। আর তা হলো হালাল রোজগার যা দ্বারা ইবাদতকারীর দেহ পুষ্ট হয় এবং যার দ্বারা সে তার ইবাদতের সামগ্রী যথা কাপড়, বই ও অন্যান্য ইবাদত সংক্রান্ত বস্তু। পবিত্র কুরআনে ও সহীহ্ হাদীসে এর বহু প্রমাণ রয়েছে।

আল্ল্যহ্ আমাদের তাঁর সঠিক ও সরল পথে চলার ও তার রসূলের সুন্নাত পালনের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভের তৌফিক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মদ জহুরুল হক (জায়েদ)

ভূমিকা ঃ

بسم الله والصلوة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه
ومن والي اما بعد:

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্ল্যহর। যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা) এর উপর এবং তাঁর পরিবারের উপর তার সাহাবীগণের সকলের উপর।

এ সংক্ষিপ্ত পুস্তক যা- **"ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ ব্যবসা/ হারাম রিযক"** শিরোনামে লেখা হয়েছে এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মুসলিম ব্যবসায়ী ভায়েরা যেন অবৈধ ব্যবসা হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারে এবং তাঁর আয় উপার্জন হালাল করতে সচেষ্ট হয় যাতে আল্ল্যহ্ পাক তাঁর এই হালাল রুজির মাধ্যমে তাকে ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্যমন্ডিত করেন।

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ, এতে কোন সন্দেহ নাই যে, ক্রয়-বিক্রয় একটি স্বীকৃত বৈধ পন্থা। যেরূপ, আল্ল্যহ পাক সার্বিকভাবে শরীয়ত সম্মত বৈধ পন্থায় জীবিকা অন্বেষণের আদেশ দিয়েছেন তদ্রূপ বিশেষভাবে ব্যবসা তথা ক্রয়-বিক্রয় করেও জীবিকা অর্জনের তাকিদ দিয়েছেন ঃ ০ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰي

" আল্ল্যহ্ পাক ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সূদ হারাম (অবৈধ) করেছেন।"

[সূরা বাক্বারা ঃ ২৭৫।]

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰي ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥

মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্ল্যহর স্মরণের পানে তাড়াতাড়ি কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্ল্যহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্ল্যহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

[সূরা জুমআ ৬২ঃ ৯-১০।]

আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে সূরা নূরের ৩৬-৩৭নং আয়াতে ঐ সমস্ত বান্দাদের প্রশংসা করেছেন যারা ব্যবসা করার মাধ্যমে নিজেদের রিযক অন্বেষণ করার এবং ইবাদতের মাঝে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে চলে।

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَه فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالاَصَالِ - رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالاَبْصَارُ ٥

আল্লাহ্ সে সব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলিতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার অনুমতি দিয়েছেন, সেখানে সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।॰এ সমস্ত ব্যক্তিগণ যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখে না এবং নামায কায়েম যাকাত প্রদান করা থেকেও বিরত থাকেন না বরং তারা ভয় করে সেই দিনকে (কেয়ামত) যেদিন অন্তর ও দৃষ্টি সমূহ উল্টে যাবে।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে একথাই আলোচিত হয়েছে যে, মুসলমানদের এরূপ নীতি হওয়া উচিত যে, তারা ব্যবসা বাণিজ্য করার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করবে কিন্তু যখন নামায এবং অন্যান্য ইবাদতের সময় উপস্থিত হবে তখন ক্রয়-বিক্রয় হতে বিরত থাকবে এবং নামাযের দিকে ধাবিত হবে। আল্লাহ্ পাক সূরা আনকাবুতের ১৭নং আয়াতে ইবাদত করার সাথে সাথে রিযকের সন্ধান করার আদেশ দিয়েছেন।

فَابْتَغُوْا عِنْدَاللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَه اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٥

তোমরা আল্লাহ্র নিকট রিযক অন্বেষণ কর, তার ইবাদত কর ও তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। নিশ্চয় জানিও যে, তার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা করা শরীয়ত সমর্থিত। এতে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রভৃত উপকারিতা রয়েছে। ক্রয়-বিক্রয় নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় এবং শরীয়ত সমর্থিত যতক্ষণ পর্যন্ত না তা দ্বারা ইবাদতে ক্ষতি হয় অথবা মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায়ে বিলম্ব ঘটায়। মহানবী (সা)এর বাণী ঃ

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ٥

সৎ, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সত্যবাদী, শহীদ এবং সৎকর্মশীলদের সাথে কেয়ামতের দিন অবস্থান করবে। [ইমাম তিরমিযী এ হাদীছকে হাসান বলেছেন।]

অর্থাৎ যে ব্যবসায়ী ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সৎ ও বিশ্বস্ত হবে ঐ সমস্ত গুণীজনের সাথে কেয়ামতের দিন তারা অবস্থান করবে এটা একজন সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অবস্থান যা এই শ্রমের মর্যাদার প্রমাণ করেছে।

وَسُئِلَ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: بَيْعٌ مَّبْرُوْرٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

"রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হল, কোন উপার্জন সর্বোত্তম। মহানবী (সা) বলেন, নেক কাজ এবং মানুষ হাত দ্বারা যে জীবিকা উপার্জন করে"। [আহমাদ।]

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا

ক্রেতা ও বিক্রেতার উভয়ের পণ্যের উপর অধিকার রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয়ে আলাদা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যদি উভয়ে সত্য বলে এবং বস্তুর দোষক্রটি বর্ণনা করে তবে তাদের ব্যবসা বরকত পূর্ণ হয়। আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষক্রটি লুকিয়ে রাখে তবে তাদের ব্যবসা হতে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়।

অতএব উত্তম উপার্জনকারী সেই ব্যবসায়ী, যিনি সত্যবাদীতা ও বৈধ উপায়ে ব্যবসা করেন এবং নিকৃষ্ট উপার্জনকারী ঐ ব্যক্তি যিনি মিথ্যা, ধোকা, দোষক্রটি গোপন এবং কুট কৌশলের মাধ্যমে ব্যবসা করল।

مَرَّ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلي الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمْ يَتَبَايَعُوْنَ وَيَشْتَرُوْنَ فِيْ سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارُ فَرَفَعُوْا إِلَيْهِ رؤُوْسَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ مَاذَا يَقُوْلُ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ فُجَّاراً إِلاَّ مَنِ اتَّقَي اللّهَ وَبَرَّ وَصَدَّقَ

"একদা মহানবী (সা) মুসলমানদের এক জামাত অতিক্রম করছিলেন। সেই সময় তারা মদীনার বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এমতাবস্থায় নবী (সা) বললেন ঃ হে ব্যবসায়ী দল ঃ তারা নবী (সা)এর দিকে তাদের মস্তক উত্তোলন করলেন। নবী (সা) কি বলবেন সেজন্য অপেক্ষমান

ছিলেন। তিনি (সা) বললেন ঃ ব্যবসায়ীদেরকে কেয়ামতের দিন পাপী হিসেবে উঠানো হবে কিন্তু যে আল্ল্যহকে ভয় ও বৈধ উপায়ে ব্যবসা করল আর সত্য কথা বলল সে ব্যতীত"। [তিরমিযী]

মহানবীর (সা) জীবনচরিত পাঠে আমরা দেখতে পাই যে, মহানবী (সা) নবুয়্যতের পূর্বে হযরত খাদিজা (রা) এর মাল নিয়ে ব্যবসা করেছেন এবং তিনি সে ব্যবসায় ক্রয়-বিক্রয় ও লাভবান হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে আসহাবু রাসূলিল্লাহ বা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীগণও কেনা বেচা তথা ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ধনাঢ্য ছিলেন। যারা বিপুল ধন সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উপকার করেছেন। যেমন- ওসমান বিন আফফান যিনি জাইশুল উসরাকে জিহাদের জন্য একাই সম্পূর্ণ বাহিনীকে অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন। এভাবে আব্দুর রহমান বিন আউফ(রা) যিনি মুসলমানদেরকে জিহাদের সময় এবং তাদের প্রয়োজনের সময় আর্থিকভাবে ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতা করতেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে যে ব্যক্তিটির নাম উল্লেখ যোগ্য তিনি হলেন প্রথম খলিফাতুর রাসূল আবু বকর সিদ্দিক (রা)। তিনিও ব্যবসায়ী ছিলেন ও তিনি তার সম্পদ ইসলাম ও মুসলমানদের সহযোগিতায় অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন, হিজরতের পূর্বে ও হিজরতের পরে এবং তিনি ছিলেন আল্লাহর পথে দান করার ক্ষেত্রে অন্যদের .... চেয়ে বহু বহুগণ অগ্রগামী।

অতএব উপরোক্ত আলোচনায় আমরা জানতে পারলাম, বিভিন্ন বৈধ পন্থায় জীবিকা অর্জন করাতে প্রভূত উপকারীতা রয়েছে এবং এই সমস্ত পন্থাগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ পন্থা হলো ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসায়িক পন্থা। কিন্তু এ ব্যাপারে যে বিষয়টির প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন, তা হলো ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা যেন শরীয়ত সম্মত নিয়মাবলীর কঠোর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং তা একারণে যে, এর দ্বারা মুসলমান ব্যবসায়ী হারাম বস্তুর লেনদেন এবং নিকৃষ্ট পন্থায় উপার্জন থেকে বিরত থাকবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী (সা) ব্যবসা সংক্রান্ত কতগুলো ব্যবসাকে নিষিদ্ধ করেছেন একারণে যে, এরূপ ব্যবসায়ের দ্বারা নিকৃষ্ট উপার্জনের পথ রয়েছে, মানুষের ক্ষতির কারণ রয়েছে। এবং ব্যবসায়ীরা অবৈধ পন্থায় মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে তা দ্বারা নিজেদের জীবন নির্বাহ করে। পরবর্তী আলোচনা সেই সমস্ত ব্যবসা যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম তা আলোচনা করব।

প্রথমত ঃ

ক্রয়-বিক্রয় ইবাদতের বাধা হয়ে দাঁড়ায়

উপরোক্ত কথাটিকে ব্যাখ্যা করলে এর অর্থ হয় যে, ক্রয়-বিক্রয় যেন ইবাদতের সময় নিয়ে না নেয় অর্থাৎ ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ে তা ক্রয়-বিক্রয়ে মগ্ন থাকাতে মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায়ে পিছিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সে জামাতের সাথে নামায পড়তে পারে না অথবা নামাযের কিয়দংশ জামাতের সাথে পড়তে সক্ষম হয়। যদি এরূপ হয় তবে তার ঐ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ বা অবৈধ বলে গণ্য হবে। মহান আল্ল্যহ পাক সূরা জুমআর ৯, ১০ নং আয়াতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَي ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥

মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্ল্যহর স্মরণের পানে তাড়াতাড়ি কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্ল্যহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্ল্যহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। [সূরা জুমআ ৬২ঃ ৯-১০।]

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ٥

মুমিনগণ! তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি যেন তোমাদেরকে আল্ল্যহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ। [সূরা মুনাফিকূনঃ ৯।]

আল্ল্যহর ভাষ্য **"আর তারাই ক্ষতিগ্রস্থ"** এ ব্যাপারে হে ব্যবসায়ীগণ; আপনারা সাবধান হয়ে যান। প্রকৃত পক্ষে এ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য এটা একটি হুকুম যদিও তারা ধনাট্য হয় এবং প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয় এবং যদিও তাদের বহু সন্তান-সন্ততি থাকে তবুও তাদের এই ধনবল ও জনবল আল্ল্যহর যে ইবাদত

থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে তার বিনিময়যোগ্য হতে পারে না। এমতাবস্থায় যদিও তারা পার্থিব জগতে ব্যবসায়ী হিসেবে সাফল্যের শিখরে অবস্থান করে তবুও পরকালে তার জন্য শুধু রয়েছে ক্ষতি আর লোকসান। এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের তখনই প্রকৃত পক্ষে লাভবান হবে যখন দুইটি উত্তম বস্তুকে একত্রিত করবে। অর্থাৎ যখন তারা ইবাদত ও জীবিকা অন্বেষণকে সমন্বিত করবে। অর্থাৎ ব্যবসায়ের সময় তারা জীবিকা অন্বেষণ করবে এবং নামাযের সময় দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণকে একত্রিত করল এবং আল্ল্যহর হুকুমকে অনুসরণ করল – **"তোমরা আল্ল্যহর নিকট রিযিক তালাশ কর এবং তাঁর ইবাদত কর এবং যখন নামায আদায় হয়ে যায় তখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্ল্যহর ফজল (ব্যবসায়ীকে আয় উন্নতি) তালাশ কর।"** [সূরা জুমআঃ১০]

অতএব উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ব্যবসা দুই প্রকার। প্রথমত ঃ পার্থিব যা ইহকালীন ব্যবসা আর দ্বিতীয়ত ঃ পরকালীন ব্যবসা। ব্যবসা করে উপার্জন করা এবং ধনী হওয়া পার্থিব ব্যবসা, এবং নেক কাজ করা পরকালীন ব্যবসা।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلي تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ – تُؤْمِنُوْنَ بِاللّه وَرَسُوْله وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّه بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ – يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ – وَأُخْرِي تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

মুমিনগণ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্ল্যহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্ল্যহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ; যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশী ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জন্য জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্ল্যহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন। [সূরা সফ ১০,১১,১২,১৩]

অতএব এই পরকালীন ব্যবসা যা অতি উত্তম ও লাভজনক, এর সাথে যখন বৈধ পার্থিব ব্যবসা যুক্ত হয় তখন তা কল্যাণের উপর কল্যাণ হয়ে যায়। যাকে বলে আলোর উপর আলো। কিন্তু যখন মানুষ পার্থিব ব্যবসায়ে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। এবং পরকালীন ব্যবসা পরিত্যাগ করে তখন সে আল্ল্যহর ভাষ্যনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত বলে প্রমাণিত হয়। **"তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত"**।

যদি মানুষ আল্ল্যহর ইবাদতের দিকে অগ্রসর হয় এবং সময়মত নামায আদায় করে এবং আল্ল্যহর যিকির হতে গাফেল না হয় এবং আল্ল্যহ যা তার উপর ওয়াজিব করেছেন তা আদায় করে দেয়। তবে আল্ল্যহ তার জন্য তার রিযিকের দরজা খুলে দেবেন। আর নামায হচ্ছে রিযিকের দরজা খোলার প্রধান কারণ।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى

আপনি আপনার পরিবারকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাইনা। আমিই আপনাকে রিযিক দেই আর খোদাভীরুতার পরিণাম কল্যাণকর। [সূরা ত্ব-হা ঃ ১৩২।]

অতএব নামায সম্পর্কে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির এই ধারণা যে, তা রিযিক অন্বেষণ ও কেনাবেচা হতে নিরুৎসাহিত করে। প্রকারান্তরে নামায তার বিপরীত। কেননা নামায তার জন্য রিযিকের দরজা খুলে দেয়, রিযিক লাভে সহজ করে দেয় এবং তাতে বরকত দান করা হয়। কেননা রিযিক হল আল্ল্যহর হাতে। যখন আপনি তার যিকির ও ইবাদতের দিকে অগ্রসর হবেন তিনি তাতে আপনার উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং আপনার জন্য রিযিকের দরজা খুলে দেবেন। কেননা আল্ল্যহ উত্তম রিযিকদানকারী।

আল্ল্যহ সেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলিতে তার নাম উচ্চারণ করার অনুমতি দিয়েছে সেখানে সকাল-সন্ধায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমন ব্যক্তিগণ যাদেরকে ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয় আল্ল্যহর স্মরণ হতে বিরত রাখেনা এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। বরং তারা ভয় করে সেই দিনকে (কেয়ামত) যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। [সূরা নূর ৩৬-৩৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন কোন কোন সালফে সালীহিন উল্লেখিত ব্যক্তিরা ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা করত এবং যখন তাদের কেহ যখন মুআজ্জিনের

আযান শুনতে পেত এমতাবস্থায় যদি তাদের হাতে দাড়িপাল্লা থাকত যা দ্বারা বিক্রেতাকে মাল মেপে দিচ্ছে এ মুহূর্তে সে পাল্লাকে নামিয়ে ফেলত এবং নামাযের দিকে ধাবিত হত।

উপরোল্লিখিত বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, যদি ক্রয়-বিক্রয় নামাযের বিঘ্ন ঘটায় এবং আদায়ে বাধা দান করে তবে সেই ব্যবসা নিষিদ্ধ, অবৈধ এবং এর উপার্জন হারাম ও নিকৃষ্ট।

দ্বিতীয়ত ঃ

হারাম দ্রব্যাদির ব্যবসা ঃ

মহান আল্ল্যহ পাক যখন কোন বস্তু হারাম করেন তখন সেই বস্তু হতে লাভ করাটাও না-হক ও হারাম করেন এই জন্য যে, যাতে নিষিদ্ধ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়। এই কথার উপরেই মহানবী (সা) মৃতবস্তু, মাদকদ্রব্য, শুকর এবং মূর্তির ব্যবসা নিষিদ্ধ করেছেন। অতএব যে মৃত বস্তু তথা মৃত পশুর মাংস বিক্রি করল, যে পশুকে শরীয়ত সম্মত উপায়ে জবেহ করা হয় নাই সে নিশ্চয়ই মৃত বস্তুই বিক্রয় করল আর হারাম বস্তুর মূল্যও হারাম। আর সেটা দিয়েই সে উপকৃত হল। এভাবে খাদ্যদ্রব্য ও মাদকদ্রব্য বলতে প্রত্যেক নেশাদার বস্তুকেই বুঝায়। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"প্রত্যেক নেশাদারক বস্তুই মাদক দ্রব্য আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।" এতদ্ব্যতীত মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে দশ ব্যক্তিকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَشَارِبَهَا وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيْهَا

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক অভিশাপ দেন মাদকদ্রব্য ও মাদকদ্রব্য প্রস্তুতকারীকে, প্রস্তুতকাজে সাহায্যকারীকে, বিক্রেতাকে, বিক্রয়ে সাহায্যকরীকে, পানকারীকে, এর মূল্য ভক্ষণকারীকে, মাদকদ্রব্য বহনকারীকে, বহন করার কাজে বহনকারীকে সাহায্যকারীকে এবং যিনি পান করান তাকে। [তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ ।]

প্রত্যেক নেশাদায়ক বস্তুই মাদকদ্রব্য, সেটাকে যে নামেই নামাঙ্কিত করা হোক, সেটাকে মাদকদ্রব্য বলা হোক বা মদ নাম দেওয়া হোক। অথবা মৃতসঞ্জীবনী নাম দেয়া হোক বা টনিক নাম দেয়া হোক অথবা অন্য কোন নাম দেয়া হোক না কেন নাম বস্তুর প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে পারে না। বরং এ ব্যাপারে হাদীসে যে

ভাষ্য এসেছে তা নিম্নরূপ ঃ

শেষযুগে মুসলমানরা মাদক দ্রব্যকে অন্য নামে নামান্তর করবে আর তা পান করবে।

অনুরূপভাবে মারাত্মক জীবন সংহারক মাদকদ্রব্য যেমন ঃ আফিম, হেরোইন হাশিশ ইত্যাদি ছাড়াও অন্যান্য মারাত্মক জীবনসংহারক মাদকদ্রব্য যা মানুষ উদ্ভাবন করছে এ সকল প্রকারের যে ব্যবসা করল এবং এতে বিনিয়োগ করল সে মুসলমানদের দৃষ্টিতে অপরাধী এবং সারা বিশ্বের দৃষ্টিতেও। কেননা এই সমস্ত মারাত্মক জীবন সংহারক মাদকদ্রব্যের দ্বারা মানবজাতির জন্য সর্বশেষ পরিণাম হচ্ছে শুধু -তাদের ধ্বংসকারী অস্ত্র।

অতএব, যে ব্যক্তি এই সমস্ত জীবনসংহারক মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করল অথবা বিনিয়োগ করল অথবা বিনিয়োগকারীদের সাহায্য করল সহযোগিতা করল তারা সকলেই রাসূলুল্লাহ (সা) এর অভিশাপে পতিত হল। এই ব্যবসায় লাভ হল নিকৃষ্ট হারাম এতে যারা বিনিয়োগ করে তাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড হওয়া উচিত। কেননা এরা ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করেছে।

অনুরূপভাবে সিগারেট বা তামাক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসাও হারাম। বিশেষত ধুমপান বা সিগারেট ক্ষতিকর এবং রোগ বিস্তারকারী। সকল প্রকার ক্ষতি এই সিগারেটে রয়েছে। লাভের বিন্দুমাত্র এতে নেই বরং মানুষ এর গন্ধকে অপছন্দ করে এবং এটা দৃষ্টিকটু। ধুমপায়ীর সাথে চলাফেরা মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ আপনার পার্শ্বে বা আপনার সাথে যদি কোন ধুমপায়ী ভ্রমণ করে সে যানবাহনে হোক বা বিমানে, তার কটুগন্ধ এবং তার ধুমপান এবং বিশেষ করে তার মুখের গন্ধ আপনার ভ্রমণকে অস্বস্তিপূর্ণ করে তুলবে এবং এটা একজন অধুমপায়ীর জন্য সবচেয়ে কষ্টকর মুহূর্ত যখন কোন ধুমপায়ী তার পার্শ্বে বসে এবং ধুমপান করার মুহূর্তে তার মুখের উপর ধোয়া ছাড়ে, এ মুহূর্তে সে কিভাবে একজন ধুমপায়ীর উপস্থিতি সহ্য করবে।

অতএব, শুধুমাত্র এই কারণগুলির মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় যে, ধুমপান সবদিক দিয়ে অপকারী এবং এতে কোন উপকারিতা নেই। এ কারণে এটা নিঃসন্দেহে হারাম। এক কারণে নয় বহু কারণে এটা হারাম।

এতে অর্থের অপচয় হয়, সময়ের অপব্যবহার হয়, স্বাস্থ্যহানি হয় এবং চেহারা উজ্জ্বলতা হারায়, ঠোট কালো হয়, দাত নষ্ট হয়ে যায় এবং এতে বহু রকমের

রোগের জন্ম হয়। এই ধুমপান বিষয়ে বহু মানুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং এতে শিথিলতা করছে। এমনকি এমন অনেকে রয়েছে যে, ধুমপান করে না এবং এটাকে খারাপ জানে তদুপুরি এর ব্যবসা করে চলছে। কারণ সে যে কোন পন্থায় অর্থ উপার্জন করতে চায়। অথচ এই সব লোকেরা জানে না যে, এই ব্যবসা তার অন্য সমস্ত হালাল উপার্জনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কারণ সিগারেটের উপার্জিত অর্থ সে অন্য ব্যবসায়ে সঙ্গী করেছে এতে করে সে সেই ব্যবসাকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। কারণ ধুমপান ব্যবসা নিকৃষ্ট, হারাম, আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করা হলো। আল্লাহ কর্তৃক বৈধ পন্থায় জীবিকা অর্জন করা হলো না। এবং এটা সত্য যে, আল্লাহ আপনার জন্য যে জীবিকা নির্ধারণ করেছেন তা অবশ্যই আপনি তার অনুগত হন এবং তার বৈধ পন্থায় জীবিকা অর্জন করেন তবে তিনি আপনার উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং আপনার মালে বরকত দান করবেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে ইসলাম যেসব বস্তু হারাম করেছে তার মধ্যে পাঁচটি দিকের যে কোন একটি দিকের ক্ষতি হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। (১) স্বাস্থ্যের ক্ষতি, (২) সম্পদের ক্ষতি, (৩) পারিবারিক ক্ষতি, (৪) সামাজিক ক্ষতি, (৫) রাষ্ট্রীয় ক্ষতি। এ পাঁচ প্রকারের যে কোন একটি বিভাগে যদি ক্ষতির সম্ভাবনা তিল মাত্রও দেখা দেয় তবে ইসলাম তখনি তা হারাম বলে ঘোষণা দিবে। আর পৃথিবীর কোন ব্যক্তি বলতে বা প্রমাণ করতে পারবে না যে, মাদকদ্রব্য মানুষের এই পাঁচটি বিভাগের কোন একটিতে উপকার করছে। হ্যাঁ, কিছু লোকের লাভ হচ্ছে যারা এই সমস্ত দ্রব্যের কারখানা স্থাপন করেছে আর যারা এতে বিনিয়োগ করেছে এবং এর প্রচারে ও প্রসারে নিজেদের সকল প্রকারের সহযোগিতা এতে ব্যাপ্ত করে আছে। এদের ব্যতীত সমগ্র মানবজাতি যারা এগুলোর ব্যবহার করে আসছে তারা যদি বলে যে, হ্যাঁ, আমাদের কোন প্রকারের ক্ষতি হচ্ছে না তবে সুস্থ ব্যক্তি মাত্রই তাকে পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি বা নেশাচ্ছন্ন বলে অভিহিত করবেন। বরং আজকের বিজ্ঞান বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, ধুমপান মানব জীবনে যেমন ক্যান্সারসহ বিভিন্ন প্রকারের জটিল রোগের বিস্তার ঘটাচ্ছে তা শুধু ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত থেমে নেই, বরং তা নিজ পরিবারের মধ্যেও বিস্তার ঘটছে।

আধুনিক বাংলাদেশে বর্তমানে মদের নাম আরেক বার পরিবর্তন করা হলো বলা হচ্ছে ইনার্জি ড্রিঙ্ক। যা খেলে মন চাঙ্গা হয়, দুর্বলতা দূর হয় ইত্যাদি। কিন্তু যদি আপনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, মদের যে উপাদান তা এই বিয়ারে রয়েছে। তাহলে আপনার চিন্তা কি বলে?

তৃতীয়ত ঃ

বিভিন্ন ধরণের চিত্তবিনোদন ও বাদ্যযন্ত্র ঃ

ইসলাম শান্তির ধর্ম। এ ধর্মে কোন বিষয়ে কোন বাড়াবাড়ি নেই। কিন্তু যা কিছু ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সম্পদ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর তা ইসলাম নিষিদ্ধ করতে বাধ্য। তেমনি একটি নিষিদ্ধ ব্যবসা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র ও চিত্ত বিনোদনের বিভিন্ন উপকরণ।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম জাওযী (র) তার বিখ্যাত তালবিসুল ইবলিস নামক গ্রন্থে মানুষের জন্য শয়তানের পক্ষ হতে যতগুলি উপহার যা মানুষকে সত্য ও সুন্দর সাবলীল পথ হতে ভ্রষ্টতা, বক্রতা ও ক্ষতিকর অসুন্দর পথে নিয়ে যায় তার একটি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আর তার মধ্যে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কিভাবে মানুষের মধ্যে এ যন্ত্রগুলি ও এর ব্যবহারে মানুষ কিভাবে তার আত্মা ও জীবনকে কলুষিত করার মাধ্যমে নিজেকে মানুষের সম্মান আশরাফুল মাখলুকাত থেকে পশুর ও অধম হিসেবে নিজ প্রতিপালকের দরবারে নিজেকে উপস্থিত করছে।

ইসলাম বিজ্ঞানকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে না। একমাত্র বিজ্ঞানকে সমর্থন কারী ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। এর পূর্বে যারাই বলেছে যে, সূর্য ঘুরছে তাকেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আর খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যে তা ধর্মদ্রোহের শাস্তি বলেই বিবেচিত ছিলো। তাইতো আমরা দেখতে পাই যে, বিজ্ঞানী কোপার্নিকাসকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মরতে হলো, বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রমাণ করার পরও শুধুমাত্র জীবনের ভয়ে পোপের সামনে বলতে বাধ্য হলো পৃথিবী ঘুরে না। কিন্তু মৃত্যুকালে যখন বিড়বিড় করছিলো সেখানে উপস্থিত নার্স তার মুখের নিকট কান রাখলে সে শুনতে পেল বিজ্ঞানী গ্যালিলিও বিড়বিড় করে বলছে ঃ পৃথিবী ঘুরে, স্থীর নয়। এ ছিলো তাঁর মৃত্যুকালীন শেষ কথা যা জীবনে তিনি কখনোই বলতে পারে নি।

কিন্তু আজ যখন মানুষ বিজ্ঞানের জয় জয়কার দেখতে পায় তখন তার মূল ইতিহাসের ধারাকে ভুলে গিয়ে তাদের কথাই তারা তোতা পাখির মতো আওড়াচ্ছে যারা তখনো কাঠের ঘরে থাকা ও গোসল না করাকে ধর্মীয় নির্দেশ বলে মনে করতো আর তখন মুসলমানরা রাজকীয় প্রাসাদে এবং গোসল করার জন্য নিজস্ব বিজ্ঞানসম্মত সাবান আবিষ্কার করে তা দ্বারা গোসল করাকে নিজেদের সংস্কৃতি বলে পরিচয় দিচ্ছিলো।

ইসলাম মানুষের চিত্ত বা মনের আনন্দ প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান, নির্দিষ্ট রীতি ও নির্দিষ্ট নিয়ম বাতলে দিয়েছে যার বিপরীত করার অর্থ হলো মানব জাতির অকল্যাণ ও ক্ষতির দরজা খুলে দেয়া। ইসলাম পূর্ব মানব ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তারা সঙ্গীত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রচনা করতো এবং তারা বিশেষতঃ নিজেদের চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে এ সব কিছুর আবিষ্কার করেছিলো। কিন্তু ইসলাম মানুষকে এমন সব বস্তু দ্বারা আনন্দ উপভোগ করা হতে নিষেধ করেনি যা মানুষকে ইবাদত, তার প্রভূর অর্চনা বা তার প্রভূর আদেশ নিষেধকে বেমালুম ভুলে গিয়ে শুধু মাত্র চিত্তের পুজারী হয়ে থাকবে। পূর্ব যুগে যতগুলি সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে তার মধ্যে যে কারণটি প্রধান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো তা হচ্ছে সময়ের প্রতি অবহেলা দেখানো। আর আজ এ কথা বাস্তব সত্য যে, নিজ প্রবৃত্তির ইচ্ছা সাধন মানুষকে যতটুকু সময়ের প্রতি অবহেলা হতে সাহায্য করে তেমনি আর কোন বস্তু নয়। মিসরিয় সভ্যতা, মেসোপটেমিয় সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা এবং আজ যে সমস্ত পুরাতন সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে তার একমাত্র কারণ সে সময় সাধারণ মানুষ হতে রাজন্য বর্গপর্যন্ত নিজেদের চিত্ত বিনোদনে ব্যস্ত ছিলো যার কারণে অন্য একটি জাতির দ্বারা তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

ইসলাম এমন সমস্ত ব্যবস্থা যা চিত্তকে আল্লাহর ইবাদত থেকে এবং ইসলামী রীতি-নীতি হতে বিরত থাকে এবং যার দ্বারা মানুষ নিজের অস্তিত্ব ধ্বংস করে ফেলতে পারে সে সকল বিষয় ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। মানুষ হয়তো মনে করতে পারে যে, এটা ঠিক নয়। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের আলোকে প্রমাণিত যে, বেশী সময় টি,ভি, দেখলে আপনি শুধু শারিরিক অসুখ নয় বরং মানষিক অসুখেও পড়তে পারেন। সে জন্য ইসলাম যা মানবজাতির নিজের এবং তার অর্জিত সম্পদকে ধ্বংস করে দেয় তা যেমন নিজের জন্য নিষিদ্ধ করে তেমনি তার ক্রয়-বিক্রয় ও নিষিদ্ধ করে। যেমন ঃ বিভিন্ন ধরণের সংগীত যন্ত্রাদি অথবা সুগন্ধীযুক্ত কাঠ যেমন ঃ চন্দন এবং গান গাওয়ার জন্য যেসব সাজ সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। এতদ্ব্যতীত চিত্তবিনোদনের বিভিন্ন সামগ্রী ও খেলার সামগ্রী যাতে শারীরিক কোন উপকারীতা নেই। আপনি যদি ফুটবল বা ক্রিকেট বা এমন কোন খেলা খেলেন যা শরীরকে সুস্থ রাখে তাহলে তা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ। কিন্তু যদি আপনি লুডু, বা দাবা বা এমন সামগ্রীর খেলা খেলেন যা আপনার কোন উপকারে আসে না তা তাহলে জানবেন তা আপনার ক্ষতির সামগ্রী হিসেবে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।

আজকাল শিশুরা টি, ভি, গেমস খেলায় বেশ আনন্দ পায় কিন্তু আপনি একজন পিতা হয়ে কি লক্ষ্য করেছেন যে, আপনার শিশুর এই খেলায় মানসিক বিকাশ কতটুকু হচ্ছে। প্রাইভেট টিউটর রাখার পরও আপনার ছেলে এমন ফলাফল করতে ব্যর্থ হচ্ছে যা অন্য একটি ছেলে করছে যে কখনও টি.ভি গেমস খেলে না। তার অর্থ কি কখনও চিন্তা করেছেন। আমাদের মস্তিষ্ক একটি খালি ক্যাসেটের মত। তার মধ্যে যা আপনি রেকর্ড করবেন তা রেকর্ড হতে থাকবে। কিন্তু তাতে যদি ভালর বদলে মন্দ রেকর্ড করে দেয়া হয় তাহলে সে কিভাবে আপনার জন্য ভাল কিছু উপহার দিতে পারে? এটা তো আমড়া গাছে আম তালাশ করার মত ? অতএব এ সমস্ত যন্ত্রাদি এবং উপকরণাদি মুসলমানের জন্য ক্রয় বিক্রয় করা হারাম। মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব যে, এই সমস্ত উপকরণাদি এবং যন্ত্রাদি ধ্বংস করে দেওয়া এবং মুসলিম দেশগুলোতে যাতে না থাকে। যদি না থাকে তবে কিভাবে ব্যবসায়ীরা এগুলির ক্রয়-বিক্রয় করবে এবং কিভাবে এর মাধ্যমে হারাম উপার্জিত সম্পদ ব্যবহার করবে?

চতুর্থতঃ

চিত্র বা ছবির ব্যবসা ঃ

মহানবী (সা) মূর্তি বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন আর মূর্তি দ্বারা চিত্রকে বোঝানো হয়। কেননা প্রকৃত পক্ষে মূর্তিগুলির একটা সুরত থাকে। সেটা কাল্পনিক হোক বা পাখি সম্পর্কীয় হোক অথবা চতুস্পদ জন্তু সম্পর্কীয় হোক অথবা মানুষের হোক। আর যে সমস্ত প্রাণীর আত্মা বা রুহ্ রয়েছে সেগুলির কেনা-বেচা করা হারাম। মহানবী (সা) চিত্রগ্রাহকদের অভিশম্পাত করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে এদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন চিত্রসম্বলিত পত্রিকাসমূহের ব্যবসা বৈধ নয় বিশেষ করে যখন পত্রিকাগুলিতে অশ্লীল ছবি থাকে এমতাবস্থায় যে, চিত্র বেচাকেনা করা হারাম। কেননা তাতে ফেতনা-ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কারণ মানুষ যখন কোন সুন্দরী যুবতীর ছবি দেখে, যে ছবিতে নারীর বিশেষ অঙ্গ প্রদর্শিত হচ্ছে তাতে তার কামত্তোজনা বৃদ্ধি পায় এবং এই কামত্তোজনা বৃদ্ধির কারণে সে অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হয় এবং আইন ভঙ্গে বাধ্য হয়। আর অভিশপ্ত জ্বীনরূপী ও মানুষরূপী শয়তানের এই সমস্ত অপকর্ম যা ছবির মাধ্যমে সংগঠিত হয় তাই আশা করে।

অনুরূপভাবে অশ্লীল ছবি বা অশ্লীল চলচ্চিত্র বিশেষভাবে ভিডিও ফ্লিম বা ব্লু ফ্লিম এর ব্যবসা হারাম। এই সমস্ত ফ্লিম যাতে মহিলাদের নগ্ন দেহ প্রকাশিত হয় এবং অবৈধ দৃশ্যাবলী যা চরিত্র ধ্বংস করে এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী আজ মুসলমান সমাজে তাদের ঘরের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। যার প্রমাণ আজকের বিজ্ঞানের উপহার ডিশ এন্টেনা। যা শুধু মাত্র আমাদের যুব সমাজকে নয় বরং সংস্কৃতিকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। অথচ এই সমস্ত ছবিগুলি যুবক-যুবতীদের মোহগ্রস্ত করে দেয় এবং অশ্লীল কার্যে উৎসাহিত করে তোলে। অতএব এই সমস্ত অশ্লীল ক্যাসেটের ব্যবসা করা বৈধ নয়। মুসলমানদের প্রতি এটা অবশ্য কর্তব্য (ওয়াজিব) যে, ধ্বংস করে দেওয়া। সমাজ থেকে এগুলি দূরে সরিয়ে দেওয়া। এত কিছুর পরেও কেউ যদি এই সমস্ত অশ্লীল ক্যাসেটের দোকান বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করল সে যেন এটাকে প্রতিস্বরূপ পাপের পাঠস্থান হিসেবে গড়ে তুলল এবং এর মধ্যে হারাম মাল ও নিকৃষ্ট রুজি তালাশ করল এবং এই হারাম মাল নিজে খেল এবং তার পরিবারের খরচও এতেই বহন করল। বরং এটা বলা চলে যে, সে ব্যক্তি যেন একটা ফেতনা স্থল এবং শয়তানের আশ্রয়স্থল গড়ে তুলল।

পঞ্চমত ঃ

অশ্লীল গানে সজ্জিত ক্যাসেটের ব্যবসা ঃ

যে সমস্ত গানের ক্যাসেটে গায়ক-গায়িকা বাদ্যযন্ত্র সমহারে প্রেম-পীরিতির কামোদ্দীপক এবং মহিলাদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী গান গায় তা সম্পূর্ণ হারাম। এতদ্ব্ভিন্ন এই সমস্ত ক্যাসেট শোনা, প্রকাশনা করা, ব্যবসা করা এবং এর দ্বারা লাভবান হওয়া হারাম। নিকৃষ্ট রুজি হিসেবে শরীয়ত স্বীকৃত। এ ব্যাপারে মহানবী (সা) এর পক্ষ থেকে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কারণ এর মাধ্যমে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়, চরিত্র ধ্বংস হয় এবং মুসলমান সমাজে অনাচার প্রসারিত হয়। শুধু তাই নয় বরং আজকাল বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে যে সমস্ত ক্যাসেট পাওয়া যায় তাতেও বিভিন্ন বিদআতি আমল প্রচারিত হয়ে থাকে যার ব্যবসা করা আর বিদআত প্রচার করা একই কথা। এতদ্ব্যতীত আরবী মাসসমূহের মধ্যে রজব ও মহররম মাসে বিভিন্ন পীর মুর্শিদের ও হাসান ও হুসাইনের নামে বিভিন্ন কপোলকল্পিত ক্যাসেট বের করা হয় যা শুধু মুসলমানদের ঈমানকে ধ্বংস করছে। আপনি নিজেই যদি খেয়াল করেন তবে দেখতে পাবেন আজ বাংলাদেশে কোন ধরণের সংস্কৃতির প্রবাহ চলছে। এ কি বাংলাদেশী মুসলমানদের প্রবাহ তা প্রকৃত সংস্কৃতির সাথে পরিচিত

কোন বাংলাদেশী বলতে পারবেন? আমাদের বাংলাদেশী মুসলমান হিসেবে কোন ধরণের সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত থাকা উচিৎ? এমন কোন সংস্কৃতিকে যে কোন জাতি বা রাষ্ট্র সঠিক বলে স্বীকৃতি দেয় না যার তার নিজ জাতীয়তা সংস্কৃতি বা স্বকীয়তাকে ধ্বংস করে দেয়। তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার পরও যদি আমাদের ছেলে মেয়েরা তারা অন্য এমন সংস্কৃতির ধারক বাহক হয় যা ইসলামীও নয় আবার বাংলাদেশীও নয় তাহলে কি এই উপমাটি মিথ্যা হবে।

অতএব সকল মুসলমানকে এটা অবশ্যই খেয়ালে রাখতে হবে যে, এমন কোন কাজ বা ব্যবসা করা যাবে না যা আমাদের ইবাদতকে ধ্বংস করে দেয় বা আমাদের প্রতি আমাদের মালিক রাজ্জাক মহান আল্লাহ নারাজ হন।

ষষ্ঠত ঃ

যে ব্যবসার মধ্যে হারাম সংযুক্ত হওয়ার ভয় আছে ঃ

যখন কোন বিক্রেতা এটা জানতে পারবে যে ক্রেতা বিক্রিত দ্রব্য দ্বারা কোন হারাম বস্তু তৈরী করবে বা হারাম কাজে ব্যবহার করবে এমতাবস্থায় এরকম বস্তুর কেনাবেচা হারাম এবং নিষিদ্ধ। কেননা এর দ্বারা বিক্রেতা হারাম ও নিষিদ্ধ কাজে সহযোগিতা করল। মহান আল্লাহ পাক সূরা মায়েদার ২নং আয়াতে বলেন ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلي الْبِرِّ وَالتَّقْوَي وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلي الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ٥

“ তোমরা খোদাভীতি এবং সৎকাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং শত্রুতা অসৎ কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা কর না।”

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক যখন কোন ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে আঙ্গুর ক্রয় করল যে, এর দ্বারা সে মদ তৈরি করবে অথবা খেজুর ক্রয় করল এই উদ্দেশ্যে যে, এর দ্বারা নেশাজাত দ্রব্য তৈরি করবে অথবা অস্ত্র কিনল মুসলমানদের হত্যার উদ্দেশ্যে অথবা অস্ত্র বিক্রয় করা হল ছিনতাই করার জন্য অথবা বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ করার জন্য অথবা সমাজে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীর নিকটে ফ্যাসাদ করার জন্য। এরূপ বিভিন্ন কাজে সামগ্রী দ্বারা যে সহযোগীতা করল যে সমস্ত কাজ আল্লাহ পাক হারাম করেছেন অথবা তাতে কাজ করেন তবে সে সমস্তই হারাম কাজ করল এবং নিকৃষ্ট রুজি উৎপার্জন করল। অতএব এমতাবস্থায় এই সমস্ত দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ যদি তার অপকার তা বিক্রেতা জানতে পারে বা সঠিক ধারণা করতে পারে।

আজ যদি এই আইন বাংলাদেশের সমাজে প্রচলিত থাকতো তাহলে কি আমরা এত খুন রাহাজানী সন্ত্রাস বা এসিডে দগ্ধ কোন মেয়ের মুখ দেখতে পেতাম। আমি কেন আপনিও বলবেন যে, না। কারণ মানুষ যদি জানতে পারে যে, আপনি যে ব্যবসা করছেন বা আপনি যার কাছে কোন কিছু বিক্রয় করছেন যার দ্বারা অন্য এক মানুষের হোক সে নর কিংবা নারী ক্ষতি হচ্ছে তাহলে আপনি কখনই তা বিক্রয় করতে পারবেন না। যদি সে এই ছুরি দিয়ে বা এসিড আপনার ছেলে বা মেয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তবে কি আপনি তার নিকট বিক্রি করতে সম্মত হবেন আর বলতে চাইবেন যে, আমার ব্যবসা করার দরকার। বিক্রি করার দরকার কোথায় কার বিরুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে তার জানা আমার কি প্রয়োজন? তাহলে আমি বলব আপনি নিজের উপর আগে চিন্তা করুন। দেখবেন আর আইন প্রয়োগের প্রয়োজন হবে না এমনি এমনি মানুষ এই সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেবে।

সপ্তমত ঃ
মালের অবর্তমানে ব্যবসা করা ঃ

বিক্রেতার কাছে যে মাল নেই তার ব্যবসা করা অর্থাৎ কোন ব্যবসায়ীর নিকটে ক্রেতা এলো এবং নির্দিষ্ট মাল সম্পর্কে দর করতে লাগলো অথচ সেই সময় সেই মাল ব্যবসায়ীর নিকট নেই। এমতাবস্থায় উভয়ে মাল সম্পর্কে এবং দাম সম্পর্কে একমত হল স্বল্পকালীন অথবা দীর্ঘকালীন ব্যবসায়ের চুক্তিতে। এ সময় ব্যবসায়ী বা বিক্রেতার নিকটে সেই মাল নেই এরপর ব্যবসায়ী বাজার থেকে নির্দিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করে বিক্রেতাকে বুঝিয়ে দিল পূর্বের মূল্যের ভিত্তিতে স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন ব্যবসার চুক্তির ভিত্তিতে। এরূপ ব্যবসা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হলো কেন?

কারণ ব্যবসায়ী এমন মাল বিক্রি করল যা তার নিকট নেই অথবা মাল নিজের হস্তগত হওয়ার আগেই সেটা বিক্রি করে ফেললো। অথবা নির্দিষ্ট মূল্যের ভিত্তিতে অনির্দিষ্ট মাল ধরে বিক্রি করল এরূপ ব্যবসা পুরোপুরী নিষিদ্ধ। কেননা মহানবী (সা) এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন ঃ

فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرَّجُلُ يَأْتِيْنِيْ وَيَطْلُبُ مِنِّيْ الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِيْ ثُمَّ أَذْهَبُ إِلَي السُّوْقِ وَأَشْتَرِيْهِ لَهُ فَقَالَ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

বিখ্যাত সাহাবী হযরত হাকিম বিন হিযাম যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কে

প্রশ্ন করলেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা) ক্রেতা আমার নিকট আসে এবং আমার কাছ থেকে কোন মাল কিনতে চায় কিন্তু সে মাল আমার কাছে থাকে না তারপর আমি বাজারে যাই এবং ক্রেতার জন্য কিনে এনে তাকে বুঝিয়ে দেই এটা কি ঠিক? মহানবী (সা) বললেন "যে মাল তোমার কাছে নেই তার ব্যবসা তুমি কর না।"

অতএব এটা স্পষ্টই নিষেধাজ্ঞা। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্য এটা ঠিক নয় যে, সে এমন মালের লেনদেন করে যা তার হাতে নেই। সে অবস্থায় ব্যবসায়ে নগদ ব্যবসা করুক বা বাকীতে ব্যবসা করুক। সকল ব্যবসায়ীগণের এই সাবধান বাণী হচ্ছে যে এ ব্যাপারে কোন শিথিলতা করা যাবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তির মাল তার বাড়িতে আছে বা দোকানে আছে বা গোডাউনে আছে বা তার গাড়িতে আছে (যেমন ঃ হকারদের থাকে) বা তার অফিসে আছে যেমন ঃ সোল এজেন্টরা করে থাকে। এমতাবস্থায় মাল তার নিকট প্রস্তুত আছে বলে ধরে নেওয়া হবে। এরপর যখন ক্রেতাগণ কেনার উৎসাহী হবেন তখন নগদ বা বাকী চুক্তির ভিত্তিতে লেনদেন করবেন।

যদি কেউ এরূপ বলে ঃ উপরোক্ত ব্যবসায়িক নিয়মাবলীগুলি তত্ত্বাবধানিক ব্যবসার মত হয়ে গেল না এবং এর ফলে এটা বায়ে সালাম বা সুনির্দিষ্ট চুক্তি ভিত্তিক ব্যবসার আরেকরূপ প্রকাশিত হল? তবে এর উত্তরে আমি বলবো এ ব্যাপারে সালাম বা চুক্তি ভিত্তিক ব্যবসার শর্ত হল চুক্তির সময় পূর্ণমূল্য গ্রহণ করা। আর উপরোল্লিখিত ব্যবসায়ের মূল্য বাকী রাখা হয় তা আর সে ক্ষেত্রে তা ঋণ ভিত্তিক ব্যবসা হয়ে যায়। দাম পরে শোধের ভিত্তিতে মালও পরে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে এ সকল অবস্থাই হারাম।

অষ্টমত ঃ

বাইউল আইনাহ ঃ

বাইউল আইনাহ কাকে বলে? একটা উদাহরণ আনা যাক যার দ্বারা বাইউল আইনাহ আপনি বুঝতে পারেন।

মনে করুন আপনি কারো কাছে বাকি মূল্যে কোন মাল বিক্রি করলেন তারপর ক্রেতার সম্মতিতে আপনি নির্দিষ্ট মূল্যের কম মূল্য দিয়ে সেই মাল আবার কিনে নিলেন। যখন বাকি দাম মিটে গেল আপনি তার থেকে উপকৃত হলেন। এই হলো বাইয়ে আইনাহ, আরবীতে আইন বলা হয় বস্তুর মূলকে আর ব্যবসাকে বাইয়ে

আইনাহ্ এজন্য বলা হয় যে, এর মূল মাল আবার বিক্রেতার কাছে যদি ফিরে যায় এটা নিষিদ্ধ। কারণ এতে সুদের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন ঃ আপনি একটি ঘড়ি বিক্রি করলেন দুইশত টাকায় এবং বাকি মূল্য অর্থাৎ দাম স্থির হল মূল্য পরে দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় আপনি ক্রেতার সম্মতিতে ক্রেতার কাছ থেকে ১৭৫/= টাকায় কিনে নিলেন। আপনি মূল্য পরিশোধের সময় পুরো দুইশত টাকাই দিলেন। এতে আপনার বিক্রিত দ্রব্য আপনার কাছে ফেরত এল এবং আপনি তাতে বেশী লাভবান হলেন পক্ষান্তরে ক্রেতা ঠকে গেল। আপনার প্রতি অবশ্য করণীয় যে, আপনি যখন কারো সাথে ধারে আদান প্রদান করবেন যেমন আপনি যখন ক্রেতার কাছে কোন বস্তু বিক্রয় করলেন বাকি মূল্যে তখন তাকে আপনি ছেড়ে দেন, সে সেই মাল আপনি ব্যতীত অন্যের কাছে বিক্রি করুক বা মাল খরচ করে ফেলুক যদি সে ইচ্ছা করে সে তার নিকট মাল রাখতে পারে অথবা সে অন্যের নিকট আপনি ব্যতীত ঐ মাল বিক্রি করতে পারে। ক্রেতা যদি ঐ মালের মূল্যের প্রয়োজন হয়। মহানবী (সা) বলেন ঃ **হে মুসলমান! যখন তোমরা আইনাহ্ ধরণের ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আকড়ে ধরবে এবং চাষাবাদে সন্তুষ্ট থাকবে তখন আল্লাহ্ তোমাদের উপর অপমান যিল্লাতিকে চাপিয়ে দেবেন। যতদিন পর্যন্ত তোমরা দিনের সঠিক পথে ফিরে না আসবে ততদিন আল্লাহ্ ঐ অপমানের বোঝা তোমাদের থেকে সরাবেন না।** [–সুনানে আবু দাউদ।]

নবম ঃ
নাজিশ ব্যবসা ঃ

কোন কোন ব্যক্তিকে এমনও করতে দেখা যায় যে, সে ব্যবসায়ীর উপকার করতে চায় এবং সে বিক্রেতার কাছ থেকে মাল নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেয় এরপর সে লাভের জন্য মালের দাম বাড়িয়ে দেয় এই ধারণায় যে, এতে বিক্রেতার উপকার হবে। অথবা কখনও এরূপ দেখা যায় যে, এক ব্যবসায়ী অন্যান্য সকল ব্যবসায়ীর সাথে একমত হয় যে তারা সকলে মালের মূল্য বৃদ্ধি করবে। যাতে মানুষ চড়া দামে কিনে নেয়। এটাও নাজেশ এবং হারাম। কেননা এতে মুসলমানদের ধোকা দেয়া হল এবং এর দ্বারা উপার্জিত অর্থ নিকৃষ্ট উপার্জন বলে ইসলামের দৃষ্টিতে বিবেচ্য।

অনুরূপভাবে ইসলামী শাস্ত্রদের মতে আরেক প্রকারের নাজেশ রয়েছে। কোন বিক্রেতা ক্রেতাকে বললো আমি এই মালটি এত দামে কিনেছি অথচ সে মিথ্যাবাদী। সে এজন্য এরূপ করল যাতে ক্রেতা ঠকে যায় এবং চড়া মূল্যে ঐ মাল ক্রয় করে। অথবা নাজেশ এরূপও হতে পারে যে, বিক্রেতা বললো আমাকে দেয়া হয়েছে বা আমাকে এই মাল এত দামে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে অথবা সে বলে এই মালের এত দাম উঠেছে অথচ সে মিথ্যা বলেছেন তার অভিপ্রায় এটাই যে, ক্রেতাদের ঠকাবে এবং ক্রেতাগণ তার মিথ্যা মূল্যের উপর দাম বাড়াতে থাকবে।

উপরোক্ত সকল প্রকার নাজেশ এর বিরুদ্ধে মহানবী (সা) স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন যে, কারণ এটা হল বিশ্বাসঘাতকতা, মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করা, মিথ্যা, ঠকবাজী করা। নিশ্চয় যে, এরূপ করবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট তার হিসেব দিতে হবে।

এমতাবস্থায় একজন ব্যবসায়ীর যা করণীয় তা হলো ক্রেতা যখন মাল সম্পর্কে প্রশ্ন করবে যে, কত দামে কিনেছে তখন সে সত্য জানিয়ে দিবে এবং যা দাম তা বলে দিবে সে যেন এরূপ না বলে আমি এই মালের এত দাম দিয়েছি অথচ সে মিথ্যা বলেছে। অনুরূপভাবে এটাও নাজেশ এর অন্তর্ভুক্ত যদি বাজারের সকল ব্যবসায়ী বা সকল দোকানদার একমত হয় যে, আমদানীকারী যখন মাল আমদানী করে তখন তারা একে অন্যের উপর অন্যায়ভাবে দাম বাড়িয়ে দেবে না। যাতে শেষে আমদানীকারককে কম দামে মাল বিক্রয় করতে হয়। এই ধরণের কার্যকলাপও নাজেশের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। এর ফলে মুসলমানদের অর্থ সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করা হবে।

দশম ঃ

একজনের দামে অন্যের দাম বলা ঃ

মহানবী (সা) বলেন ঃ

"তোমাদের কেহ যেন অন্যের দামের উপর দাম না বলে।"

কোন ব্যক্তি দোকানে গেল এবং পছন্দ মত কোন জিনিস কিনে নিল কিন্তু ক্রেতা দু'দিন বা তিনদিন সময় চাইল অথবা তার চেয়ে ও বেশি চাইল যাতে ঐ বস্তুটি অন্য কারো কাছে বিক্রি না করে এমতাবস্থায় অন্য কোন দোকানীর জন্য এটা বৈধ হবে না যে, সে ক্রেতার নিকট এল এবং ক্রেতাকে বলল যে, আপনি ঐ মাল

না নিয়ে আমারটা নেন তার চেয়ে কম মূল্যে তার মতো বা তার চেয়ে ভালো আমি আপনাকে দেব এ ধরণের কার্যকলাপ হারাম। কারণ দ্বিতীয় ব্যক্তি আরেকজনের ব্যবসাতে হস্তক্ষেপ করেছে।এমতাবস্থায় বিক্রেতা যদি তার সাথে দরদামের সময় দেয় তবে আপনি তাকে ছেড়ে দিন এবং তাদের দরদামে দাখেল হবেন না। যদি ক্রেতার ইচ্ছা হয় মাল নিবে আর যদি ইচ্ছা না হয় মাল নিবে না। যখন মাল না নেয় তখন আপনি তার সাথে দরদাম করুন এতে কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা নেই।

ক্রয়ের ক্ষেত্রেও অন্যে ক্রয় করতে চাইলে তা হারাম। যথা ঃ কোন মুসলমান কোন এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোন মাল নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করল এবং একটি নির্দিষ্ট সময় ক্রেতা-বিক্রেতার কাছ থেকে চাইলো এমতাবস্থায অন্য কারো জন্য বৈধ হবে না যে, সে এই দর দামে প্রবেশ করুক। সে ঐ ব্যবসায়ী বা বিক্রেতার কাছে গেল এবং তাকে বলল অমুকে এই মালের জন্য যত দাম দিয়েছে তার চেয়ে আমি বেশী দেব অতএব তুমি এই মাল আমার নিকট বিক্রি কর। এই ধরণের কার্যকলাপ ইসলামে হারাম। কেননা এতে অর্থাৎ এই ধরণের কার্যকলাপে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষতি হয়, অন্যের হক নষ্ট করা হয় এবং তাদের হৃদয়ে আঘাত করা হয়। কেননা কোন মুসলমান ক্রেতা যখন জানতে পারবে যে, আপনি তার লেনদেনে প্রবেশ করেছেন এবং আপনি এই চুক্তি ভাঙ্গতে চেষ্টা করেছেন ফলে সে আপনার বিরুদ্ধে মনে মনে হিংসা করছে, ঘৃণ্য এবং নিকৃষ্ট মানের মানুষ হিসেবে আপনাকে চিহ্নিত করবে। অথবা কখনও সে আপনার জন্য বদ দোয়া করবে কারণ আপনি তার সাথে যুলুম করেছেন।

মহান আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ **তোমরা খোদা-ভীতি এবং সৎকাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং শত্রুতা ও পাপ কার্যে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।** [সূরা আনআম-২নং আয়াত ।]

একাদশ ঃ

প্রতারণা পূর্ণ ব্যবসা ঃ

এর অর্থ এই যে, হে ব্যবসায়ী মুসলিম ভাই! আপনি আরেক মুসলিম ভাইকে এমনভাবে ধোকা দিচ্ছেন যে, আপনি তার নিকট এমন এক ত্রুটি পূর্ণ মাল বিক্রি করলেন যার ত্রুটি সম্পর্কে আপনি জ্ঞাত অথচ তাকে আপনি সে ত্রুটি সম্পর্কে জানালেন না। অতএব এরূপ ব্যবসা শরীয়তে বৈধ নয় এবং ইহা হারাম কেননা ইহা ধোকা, প্রতারণা এবং ঠকবাজী পূর্ণ ব্যবসা।

এমতাবস্থায় বিক্রেতার প্রতি ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় যে, তিনি যেন ক্রেতার নিকট মালের ত্রুটি বর্ণনা করে দেন এবং ক্রেতার ও মালের ত্রুটি সম্পর্কে জানা হয়ে যায়। যদি এরূপ হয় তবে সেটা ধোকা এবং ঠকবাজী পূর্ণ ব্যবসা হয়ে গেল যা মহানবী (সা) নিষেধ করেছেন ঃ –

“ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ক্রয়-বিক্রয়ে অধিকার রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে পৃথক না হয়। এই সময়ের মধ্যে যদি উভয়ে সত্য বলে এবং বিক্রেতা দোষ বর্ণনা করে এবং ক্রেতাও দোষ সম্পর্কে জানতে পারে (তদুপরি কেনাবেচা হয়) তবে এই ব্যবসায়ে বরকত দান করা হয় (আল্লাহর পক্ষ হতে) । আর যদি উভয়ে মিথ্যা বলে এবং মালের ত্রুটি গোপন করে, তবে সেই ব্যবসা হতে বরকত মুছে যায়।”

অতএব হে আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ আমাদের প্রতি এটা ওয়াজিব যে, আমরা যেন উপদেশ (নসীহত) গ্রহণকারী হই। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰه قَالَ لِلّٰه وَلِكِتَابِه وَلِرَسُوْلِه وَلِأَئِمَّة الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ

“ধর্ম হচ্ছে উপদেশ, ধর্ম হচ্ছে উপদেশ, ধর্ম হচ্ছে উপদেশ। সাহাবীগণ বললেন কার জন্য? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহর জন্য তার কিতাবের জন্য, তার রাসূলের জন্য এবং মুসলিম সমাজের জন্য এবং সকলের জন্য।”

অতএব একজন মুসলিমের এটা উচিৎ যে সে যেন নসীহত গ্রহণকারী হয় এবং কোন বিষয়ে নসীহত গ্রহণকারী হওয়ার অর্থ হল–সে বিষয়ে একনিষ্ঠ হওয়া। কারণ নসীহত অর্থ হল ধোকাবাজি হতে বিশুদ্ধ হওয়া। যেমন ঃ আরবী পরিভাষায় এর অর্থ হল ভেজালমুক্ত বিশুদ্ধ দুধ।

وَقَدْ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَي بَائِعِ طَعَامٍ فِي السُّوْقِ عِنْدَهُ صَبْرَةٌ مِنْ طَعَامٍ أَيْ كُوْمٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدَهُ الشَّرِيْفَةَ فِي الطَّعَامِ فَوَجَدَ بَلَلاً فِيْ اَسْفَلِه وَقَالَ مَا هٰذَا يَا صَاحِبُ الطَّعَامِ؟ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه – أَيْ اَصَابَهُ الْمَطَرُ– قَالَ اَفَلاَ جَعَلْتَهُ ظَاهِرًا حَتّٰي يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ٥

একদা মহানবী (সা) বাজারে খাদ্য বিক্রেতার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন সে সময় ঐ বিক্রেতার নিকট এক স্তুপ খাদ্যদ্রব্য ছিল। মহানবী (সা) ঐ স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, তাতে ভেতর দিকে আদ্রতা বা ভেজা ভেজা অনুভব করলেন। মহানবী (সা) বললেন "হে খাদ্যের মালিক এটা কি?" (অর্থাৎ ভেতর দিক ভেজা ভেজা কেন?) লোকটি বললো বৃষ্টিতে ভিজে গেছে হে রাসূলুল্লাহ (সা)। মহানবী (সা) বললেন ঃ তাহলে তুমি ভেতরের দিকটা প্রকাশ করে দেবেনা যাতে ক্রেতা বুঝতে পারে। যে ধোকাবাজি করে সে আমার উম্মত নয়।

এই হাদীসটি মুসলমানদের ব্যবসায়িক রীতিনীতির অন্যতম রীতি হিসেবে গণ্য। অতএব কোন মুসলমান ব্যবসায়ীর উচিৎ নয় যে, সে তার মালের ত্রুটি গোপন করে রাখে। যদি তার মালে কোন ত্রুটি থাকে তবে সে যেন তা প্রকাশ করে দেয় যাতে ক্রেতা তা দেখতে পারে তবে ক্রেতা ও দর্শনকারী হয়ে যাবে। এই ত্রুটির কারণে একটি উপযুক্ত মূল্যে ঐ মাল পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি ক্রেতা ত্রুটি দেখতে না পেয়ে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে ভালো মালের দাম নেয় তবে তা ধোকা, প্রতারণা ও ঠকবাজী ব্যবসা হয়ে যাবে। মহানবী এর ভাষ্যঃ "তুমি কি তোমার মালের ত্রুটি প্রকাশ করে দেবে না যাতে ক্রেতা তা দেখতে পায়। যে ঠকবাজী করল সে আমার উম্মতে যুক্ত নয়।"

হে মুসলিম ভাইবৃন্দ! লক্ষ্য করুন আজ বহু রকমের ঠকবাজী ব্যবসা চলছে। ত্রুটিপূর্ণ মালকে নীচে রেখে দিয়ে উপরে ভাল মাল দিয়ে কি রকম ভাবে মানুষের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে। সেটা শাক-সব্জি হোক কিংবা খাদ্য। ব্যবসায়ীগণ ইচ্ছাকৃত ভাবে ত্রুটিপূর্ণ মালকে নীচে রেখে দেয় এবং ভাল মালগুলিকে উপরে রেখে ইচ্ছাকৃত ভাবে ঠকবাজী ব্যবসা করে যাচ্ছে।

আমরা আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা মার্জনা এবং নিরাপত্তার প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের রিযিককে হালাল করে দেন। এবং আমাদের উপার্জনকে হালাল করেন। এবং তার অফুরন্ত ফজল ও করমের ফলে রিযিককে হালাল করে দেন। আল্লাহ তোমার হালাল রুজি দ্বারা আমাদের হারাম রুজি থেকে বিরত রাখ এবং তোমার অনুগ্রহ ছাড়া অন্যের অনুগ্রহ থেকেও আমাদের বিরত রাখ।

হে প্রভু ঃ আমাদের ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি দয়া কর। আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী দয়ালু। আল্লাহ পাক নবী (সা) এর উপর তার সাহাবীদের উপর দয়া ও সালাম বর্ষণ করুন। —আমিন।

আরো কিছু উপহার ঃ

মহিলাদের নামায
দু'আয়ে খাতমুল কুরআন
রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি সালাত পাঠ করার নিয়ম, স্থানও ফযীলত
আম্মা পারা (উচ্চারণ ও অর্থ)
নামায কেন পড়ব?
নামাযে ভুল হলে কী করবেন?
মহিলাদের একান্ত বিষয়
অন্য এক কুরআনের পরিচয়
স্বপ্ন রহস্য
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসিয়্যত
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসির
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কান্না
ইমাম হুসাইনের মূল হত্যাকারী কে?
ইমাম জাফরে সাথে জনৈক শীয়া রাফেযীর মুনাযারা
ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে খলিফা মুআবিয়া
শায়খুল হাদীস এর আমলনামা
জাল-যঈফ হাদীসের আলোকে হাজ্জ উমরাহ যিযারাহ
ছোটদের চার খলিকা
তাওবা
মুসলিম বিভক্তির কারণ পরিণতি
চার ইমানের আক্বীদা কেমন ছিল?
কস্‌তুন্‌তুনিয়ার বিজয় কাহিনী

প্রাপ্তিস্থান

(১) জহুরুল হক জায়েদ
৫৯ সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা।

(২) বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কার্যালয়
৪ নাজির বাজার লেন, মাজেদ সরদার রোড, ঢাকা।

(৩) মাসিক আত-তাহরীক কার্যালয়
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল ঃ ০১৬৭৪-৪৯২৪৩২

(৪) বাংলাদেশ আহলে হাদীছ যুবসংঘ
ঢাকা জেলা কার্যালয়, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১১৯০১১৮৫৩৪

(৫) তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন
বংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা।

(৬) আহলে হাদীস লাইব্রেরী
২১৪ বংশাল রোড, ঢাকা।

(৭) আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন
বংশাল নতুন রাস্তা,ঢাকা।

(৮) জায়েদ লাইব্রেবী
মোবাইল ঃ ০১১৯১১৯৬৩০০